THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান
www.maktabatulfurqan.com

Revised edition, Apr 2019

مكتبة الفرقان

Uthman Ibn Affan
His Life and Times -এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু

প্রথম খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

ইংরেজি অনুবাদ | **রাশিদ হামালাইনেন**

বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

◆

সম্পাদনা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর দা.বা.
খলীফা, হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.
মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজীপুর

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম উসমান ইবনে আফফান রা. (প্রথম খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮-২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস সানি ১৪৩৯ / ফেব্রুয়ারী ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশ ও প্রথম সংস্করন : ১৩ রজব ১৪৩৯ / ০১ এপ্রিল ২০১৮
তৃতীয় প্রকাশ ও দ্বিতীয় সংস্করন : ২৯ রজব ১৪৪০ / ০৬ এপ্রিল ২০১৯
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব, সানোয়ার হোসেন, আব্দুল্লাহ আরাফাত

ISBN : 978-984-92291-7-9

মূল্য ■ ৳ ৫৪০.০০ (পাঁচ শত চল্লিশ টাকা মাত্র)
USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.wafilife.com; www.rokomari.com
www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে লিবিয়ার বেনগাযী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ এবং দাওয়া বিভাগ থেকে ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন। পরে ১৯৯৬ সালে উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ থেকে তাফসীর, উলুমুল কুরআন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৯৯ সালে উম্মে দুরমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান থেকে পিএইচডি ডিগ্রিলাভ করেন।

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে ইতিমধ্যে তার বিখ্যাত সীরাতগ্রন্থ *জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.* প্রকাশিত হয়েছে। তারই আরেকটি অনবদ্য কীর্তি *জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনে আফফান রা.*।[১] আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি আরববিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। পরবর্তীকালে রাশিদ হামালাইনেন কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ২০১৩ সালে *ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, সৌদিআরব* প্রকাশনা থেকে *Usman ibn Affan ra. : His Life and Times* নামে প্রকাশিত হয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ কিতাবেরই বাংলা অনুবাদ। তবে *মাকতাবা দারুস সালাম, সৌদিআরব* থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত একই কিতাবের ইংরেজি অনুবাদ *The Biography of Uthman Ibn Affan Dhun-Noorayn ra.* (নাসির খাত্তাব অনূদিত) থেকেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, কিতাবের মূল লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী থেকে তার লিখিত সবগুলো সীরাতগ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা লেখককে এর উত্তম বদলা দান করুন।

---

[১] عثمان ابن عفان ﵁ شخصيته وعصره

বইটি অনুগ্রহ করে সম্পাদনা করে দিয়েছেন প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের বিশিষ্ট খলীফা এবং টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। কিতাবটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হলেও সম্মানিত সম্পাদক সাহেব তা মূল আরবী বইয়ের সাথেই তুলনা করে সম্পাদনা করেছেন। এভাবে মূল কিতাবের সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যতা রেখে অনুবাদ সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি আলেম নই। অনুবাদের এ বিশাল কাজের উপযুক্তও নই। তবে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে এদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তার সোহবতের উসিলায় মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এ অযোগ্যকে এ কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন। খুব আশা, তিনি এটা কবুলও করবেন। সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এ কিতাব আখেরাতে নাজাতের উসিলা হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬৪। এ বিশাল কলেবরের কিতাবটি বাংলায় অনুবাদের পর পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও বেড়েছে। এজন্য পাঠকের পাঠ-সুবিধা এবং সৌন্দর্য ও মননশীলতার দিকটি বিবেচনা করে বইটি দুখণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহ অনুবাদের ক্ষেত্রে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত *মারেফুল কুরআন* (মুফতী শফী রহ.), মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম অনূদিত তাফসীরে *তাওযীহুল কুরআন* (মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.) এবং *আল-কুরআনুল করীম* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) অনুসরণ করা হয়েছে। হাদীসসমূহ অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাদীসের বিশ্বস্ত কিতাবসমূহ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী ইসলামের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর খলীফা পদের জন্য উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অধিকতর যোগ্য কেউ ছিলেন না। সকলের সম্মতিতেই তিনি মুসলিম জাহানের নেতৃত্বে আসীন হয়েছিলেন। এই গ্রন্থে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বাবস্থা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়ার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক, ইসলামের জন্য তার কষ্ট স্বীকার এবং হাবশায় হিজরতসহ

সবকিছুই স্থান পেয়েছে। কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দেওয়া এবং রণাঙ্গণে তার বীরত্ব-সাহসিকতাও বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া তার সামাজিক জীবন, সদ্য ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে তার আর্থিক অনুদান এবং সাহাবীদের সঙ্গে তার উত্তম আচরণ চিত্রায়িত হয়েছে। এখানে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও করুণ শহাদাতের ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসহ তার শাসনামলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির হার, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং আদালত প্রতিষ্ঠায় তার অবদান, তার জ্ঞানের বুৎপত্তি ও উদ্ভূত নতুন সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী প্রজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে যা আজও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবিস্মরণীয় শিক্ষার উপকরণ হয়ে আছে। এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনার আলোকে এ গ্রন্থে যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা বাংলাভাষীদের জন্য নতুন প্রাপ্তি। ইনশাআল্লাহ, কালের পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

কিতাবটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। আমার বড় ছেলে আব্দুল্লাহ মুআয মূল আরবি কিতাব থেকে ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবীর লেখা পুরো ভূমিকা অনুবাদ করে দিয়েছে। আল্লাহপাক তাকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ অনুবাদ কবুল করুন। যারা কিতাবটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও অনুবাদক
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

০১ এপ্রিল ২০১৮

LETTER OF AUTHORIZATION

To Whom It May Concern

I, hereby, am granting the permission to **MOHAMMAD ADAM ALI** (Proprietor, Maktabatul Furqan, 11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Mob : +8801733211499) to translate and publish all published books of Dr. Ali Mohamed El-Sallabi into Bengali (The official and national language of Bangladesh); *Noble Life of The Prophet* (3 Vols) and the Biography of Abu Bakr As-Siddeeq ﷺ, Umar Ibn Al-Khattab ﷺ, Uthman Ibn Affan ﷺ, Ali ibn Abi Talib ﷺ (2 Vols), Umar bin Abd Al-Aziz, Salah Ad-Deen Al-Ayubi (3 Vols), al-Hasan ibn 'Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan ﷺ.

Moreover, *Maktabatul Furqan* will be considered as a publisher & distributor of the translated books of Dr. Ali Mohamed El-Sallabi into **Bengali** worldwide.

With best wishes

Sincerely,

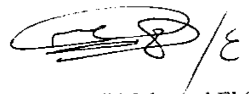

Name : Dr. Ali Mohamed El-Sallabi
Signature :

Date: March 11, 2018

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

উসমান ইবনে আফফান রা.-এর মক্কাজীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ : তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ, উপাধি, বর্ণনা, পরিবার এবং জাহেলী যুগে তার জীবন

১.১। তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ এবং উপাধি ২৮
১.২। তার পরিবার ৩০
১.৩। জাহেলী যুগে তার জীবন ৩৪
১.৪। ইসলাম গ্রহণ ৩৬
১.৫। রাসূল সা.-এর মেয়ে রুকাইয়া রা.-এর সঙ্গে তার বিবাহ ৩৮
১.৬। নিপীড়ন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত ৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উসমান রা. এবং পবিত্র কুরআন মাজীদ ৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মদীনায় রাসূল সা.-এর সঙ্গে ঐকান্তিক জীবন-যাপন ৫৬

৩.১। রাসূল সা.-এর সঙ্গে জিহাদ ৫৮
৩.২। মদীনায় তার সামাজিক জীবন ৭৭
৩.৩। ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে তার আর্থিক অবদান ৮২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উসমান রা.-এর মর্যাদার ব্যাপারে হাদীসসমূহ

৪.১। তার গুণাবলি ৮৫
৪.২। রাসূল সা.-এর ভবিষ্যতবাণী ৯০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আবু বকর এবং উমর রা.-এর শাসনামলে উসমান রা.

৫.১। আবু বকর রা.-এর শাসনামল ৯৮
৫.২। উমর রা.-এর শাসনামল ১০৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

খলীফা হিসেবে উসমান রা.-এর নির্বাচন, তার শাসন পদ্ধতি এবং তার চরিত্রের প্রধান দিকসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ : খলীফা হিসেবে উসমান রা.-এর নির্বাচন

১.১। পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে উমর রা.-এর দূরদর্শিতা ১১০
১.২। পরবর্তী খলীফার প্রতি উমর রা.-এর উপদেশ ১১৭
১.৩। মজলিসে শূরা পরিচালনার পদ্ধতি ১২৪
১.৪। শূরা কমিটির ব্যাপারে রাফিযি গোষ্ঠির বানোয়াট গল্প ১৩০
১.৫। খলীফা হওয়ার জন্য উসমান রা.-ই অধিক যোগ্য ছিলেন ১৩৫
১.৬। উসমান রা.-এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমা ১৪২
১.৭। উসমান রা.-এর চেয়ে বেশি আলী রা.-কে পছন্দ করা ১৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উসমান রা.-এর শাসন পদ্ধতি ১৫১

২.১। উসমান রা.-এর ফরমান ১৫২
২.২। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ১৫৮
২.৩। খলীফার দোষ-ত্রুটি পর্যবেক্ষণে উম্মতের অধিকার ১৬০
২.৪। শূরা ১৬১
২.৫। ন্যায়বিচার এবং সমতা ১৬৩
২.৬। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ১৬৩
২.৭। পরিদর্শন (হিসবাহ) ১৬৪
২.৮। উসমান রা.-এর খুতবা ১৬৭
২.৯। উসমান রা. এবং কবি ও কবিতা ১৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তার অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৭২

৩.১। জ্ঞান এবং শিক্ষাদানের কৌশল ১৭৩
৩.২। ধৈর্য ১৮২
৩.৩। সহজ-সরল আচরণ ১৮৩
৩.৪। নম্রতা ১৮৪
৩.৫। ক্ষমা ১৮৪
৩.৬। বিনয় ১৮৬
৩.৭। লজ্জা এবং কৌমার্য ১৮৭
৩.৮। মহানুভবতা ১৮৮
৩.৯। সাহস ১৮৯

৩.১০। ধীশক্তি ১৯১
৩.১১। সবর ১৯৩
৩.১২। ন্যায়বিচার ১৯৪
৩.১৩। ইবাদত-বন্দেগী ১৯৫
৩.১৪। খোদাভীতি, কান্না এবং প্রবৃত্তি দমন ১৯৬
৩.১৫। সুন্নাসব্রত ১৯৮
৩.১৬। শোকরগুজারী ২০০
৩.১৭। নযরদারী ২০০
৩.১৮। বিচক্ষণতার সঙ্গে মানুষের বিশেষ যোগ্যতার ব্যবহার ২০১
৩.১৯। জ্ঞানীদের পরামর্শগ্রহণ ২০২

তৃতীয় অধ্যায়

উসমান রা.-এর শাসনামলে অর্থ ও বিচার বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০৪

১.১। খলীফা হওয়ার পর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতির ঘোষণা ২০৪
১.২। যাকাতের ব্যাপারে উসমান রা.-এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ২১৪
১.৩। গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ জনকল্যাণে ব্যয় ২১৯
১.৪। জিযিয়া কর থেকে রাজস্ব আদায় ২২৩
১.৫। খারায ও ওশর থেকে রাষ্ট্রীয় আয় ২২৯
১.৬। জমি বণ্টনে উসমান রা.-এর নীতি ২২৯
১.৭। গবাদি পশুর চারণভূমি বরাদ্দের নীতিমালা ২৩৩
১.৮। রাষ্ট্রীয় খরচের বিবরণ ২৩৩
১.৯। ভাতাব্যবস্থা চালু থাকা ২৩৮
১.১০। সম্পদের প্রাচুর্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থার উপর ২৩৯
১.১১। উসমান রা.-এর নিকটাত্মীয়দের ভাতা ২৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিচারব্যবস্থা এবং কিছু ফিকহি ইজতিহাদ ২৪৮

২.১। ইবনে উমর রা.-এর বিচারকের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি ২৫১
২.২। আদালত ২৫২
২.৩। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিচারকবৃন্দ ২৫২
২.৪। অপরাধ, আইনত দণ্ড এবং বিচারাদি ২৫৩
২.৫। ইবাদত ও লেনদেন ২৬৪

চতুর্থ অধ্যায়

উসমান রা.-এর শাসনামলে বিজয়সমূহ

ভূমিকা ২৮৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্বদেশীয় রাজ্যসমূহে উসমান রা.-এর বিজয়

১.১। কূফার লোকজনের বিজয় : আজরাবাইযান, ২৪ হি. ২৮৬
১.২। বাইজেন্টাইনদের চলাচল নিরীক্ষণে কূফার অধিবাসীদের অংশগ্রহণ ২৮৮
১.৩। সাঈদ ইবনে আল-আস রা.-এর তাবারিস্তান অভিযান, ৩০ হি. ২৮৯
১.৪। পারস্যের রাজা ইয়াযদাগিরদের খোরাসানে পলায়ন ২৯০
১.৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আমির রা. কর্তৃক বিজয়সমূহ, ৩১ হি. ২৯১
১.৬। আল-বাব এবং বালানজারে অভিযান, ৩২ হি. ২৯৩
১.৭। কূফাবাসী এবং সিরিয়া অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম মতবিরোধ ২৯৭
১.৮। ইবনে আমির রা.-এর বিজয়সমূহ, ৩২ হি. ২৯৭
১.৯। খোরাসানে কারিনের পরাজয় ৩০৩
১.১০। একজন সেনাপতি : আল-আহনাফ ইবনে কায়েস রহ. ৩০৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সিরিয়া বিজয়

২.১। হাবিব ইবনে মাসলামাহ আল-ফিহরির বিজয় ৩১৬
২.২। সমুদ্রপথে অভিযানের অনুমতি প্রদান করেন ৩১৭
২.৩। সাইপ্রাস অভিযান ৩১৯
২.৪। আত্মসমর্পণ এবং শান্তিচুক্তির আহ্বান ৩২১
২.৫। আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস, সিরিয়ায় মুসলিম নৌবাহিনীর কমান্ডার ৩২২
২.৬। সাইপ্রাসবাসীদের চুক্তি লংঘন ৩২৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মিসর বিজয়

৩.১। আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্রোহ দমন ৩২৮
৩.২। নুবিয়া বিজয় ৩৩৩
৩.৩। উত্তর আফ্রিকা বিজয় ৩৩৩
৩.৪। উত্তর আফ্রিকা বিজয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর বীরত্ব ৩৪০
৩.৫। যাতে সওয়ারীর যুদ্ধ ৩৪৩
৩.৬। উসমান রা.-এর বিজয় অভিযান থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহ ৩৫১

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন ও কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবটি একই ধারায় রচিত। এসব কিতাব খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন চরিত অধ্যয়নের দ্বার উন্মুক্ত করে। আর এর মূল উদ্দেশ্য হলো, তাদের জীবনী থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা, যাতে আল্লাহর বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের কাছে আরও পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয়। এই বিধিবিধান মুসলিম রাষ্ট্র এবং এর অধিবাসীদের জন্য উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর আদর্শ নেতা তৈরি

এবং মানুষের মধ্যে সঠিক দ্বীনি চেতনা সঞ্চারেও এর বিরাট প্রভাব রয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত পথেই মুসলিম উম্মাহ পুরো মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে। এই উম্মত জীবন ও কাল পরিক্রমায় অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করবে। এ ব্যাপারে রাসূলের বাণীর বাস্তবরূপ আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। তিনি বলেন,

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ

> আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করেন ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত কায়েম রাখবেন; আর যখন ইচ্ছা করবেন সেটা নিয়ে নিবেন। তারপর নবুওয়াতের অনুসরণে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হবে। এটা আল্লাহ যতদিন চান, ততদিন থাকবে। তারপর তিনি যখন ইচ্ছা সেটা ফিরিয়ে নেবেন। তারপর আসবে অত্যাচারী রাজা-বাদশার যুগ। এটা আল্লাহ যতদিন চান, ততদিন থাকবে। তারপর তিনি যখন ইচ্ছা সেটা উঠিয়ে নেবেন। তারপর এমন যুগ আসবে যখন লোকদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা আল্লাহ যতদিন চান, ততদিন থাকবে। তারপর তিনি যখন ইচ্ছা সেটা উঠিয়ে নিবেন। পরবর্তী সময়ে একসময় আবার নবুওয়াতের অনুসরণে খেলাফত কায়েম হবে।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল শিক্ষা এমন একটি পদক্ষেপ ও উদ্যোগ যা মুসলিম উম্মাহকে

[২] *মুসনাদ*, আহমাদ ইবনে হাম্বল।

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঘোষণা করেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে অনুসরণ করবে।[৩]

খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস মানেই শিক্ষা। এ ইতিহাস ইসলামের যে কোনো বিষয়ে যে কোনো গ্রন্থ এবং তথ্যভাণ্ডার থেকেই পাওয়া সম্ভব। ইতিহাস, হাদীস, ফিকহ, সাহিত্য কিংবা তাফসীর—সবধরনের কিতাবেই তাদের এ ইতিহাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এসব তথ্যাদি সংকলন ও সুবিন্যস্ত করে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করা জরুরী ছিল যেখানে পাঠক এগুলোকে আরও যাচাই-বাছাই, পর্যবেক্ষণ এবং অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। কারণ খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস সঠিকভাবে বর্ণনা করা হলে তা আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যম হবে। এ অধ্যয়ন আমাদের অন্তর প্রফুল্ল করবে এবং মেধারও বিকাশ ঘটাবে। আর এ উম্মতের জন্য কার্যকরী কিছু করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করবে। অধিকন্তু এটা ইসলামে নেতা এবং নেতৃত্বের ভূমিকাকে পরিষ্কার করবে, উম্মতের হারানো গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার কৌশল এবং এর অধঃপতনের কারণসমূহ জানতে সহায়ক হবে।

আর এ শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা এমন একটি মুসলিম প্রজন্ম তৈরি করতে সক্ষম হব যাদের প্রত্যেকেই নববী আদর্শ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের চিন্তাধারায় বিকশিত হবে। আমরা ফিরে পাব আমাদের সোনালি অতীত এবং পূবসূরীদের উত্তরাধিকার, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ
بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৩ *সুনান*, আবু দাউদ; *সুনান*, আত-তিরমিযি; *ফতহুল বারি*, ৪/৩৪৫।

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।[৪]

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ
تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সেজদারত দেখবেন।[৫]

একই প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

خَيْرُ أُمَّتِيْ الْقَرْنُ الَّذِيْ بُعِثْتُ فِيْهِمْ

উত্তম উম্মাত হলো তারা, যাদের কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি।

আল্লাহ ভালো জানেন, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় যুগের লোকদের কথা বলেছিলেন কি না? বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর এমন লোক হবে, যারা বিনা আহবানে সাক্ষ্য দেবে এবং মানত করে তা পূরণ করবে না। তারা আমানতে খিয়ানত করবে এবং হারাম খাওয়ার ফলে মোটা-তাজা হবে।'

তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যদি কেউ কাউকে অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে যেন যারা চলে গেছে তাদের কাউকে অনুসরণ করে। কারণ জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের সাহাবীরা এ উম্মতের সবচেয়ে উত্তম, গভীর জ্ঞানী, কৃত্রিমতাহীন, পবিত্র ও নেক দিলের মানুষ। এই মহান লোকদের আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের সোহবতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন এবং তাদের দ্বীনের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব দিয়েছেন।'[৬]

৪ সূরা আত-তাওবা, ৯:১০০।
৫ সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯।
৬ *শরহে সুন্নাহ*, ইমাম বাগভী, ১/২১৪-২১৫।

প্রথম অধ্যায়

উসমান ইবনে আফফান রা.–এর খেলাফতপূর্ব জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ, উপাধি, বর্ণনা, পরিবার; এবং জাহেলী যুগে তার জীবন

১.১। তার নাম, বংশ, কুনিয়াহ এবং উপাধিসমূহ

তার পুরো নাম উসমান ইবনে আফফান ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আব্দ শামস ইবনে আবদ মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব।[৭] তার বংশানুক্রম আবদ মানাফের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

তার মা ছিলেন আরওয়া বিনতে কুরাইয ইবনে রাবিআহ ইবনে হাবীব ইবনে আবদ শামস ইবনে আবদ মানাফ ইবনে কুসাই।[৮] আর তার নানী উম্মে হাকীম আল-বাইযা বিনতে আবদ আল-মুত্তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা আব্দুল্লাহর বোন ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে যে, তারা জমজ ছিলেন (আল-যুবায়ের ইবনে বাক্কার-এর বর্ণনা)। সুতরাং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত বোনের ছেলে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তার মায়ের মামাত ভাই। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার খেলাফতকালেই ইন্তেকাল করেন। অন্যদের সঙ্গে তিনি নিজেও দাফন করার জন্য তার মায়ের লাশ বহন করে নিয়ে যান।[৯] আর তার পিতা জাহেলী যুগেই মৃত্যুবরণ করেন।

[৭] *আত-তাবাকাত*, ইবনে সা'দ, ৩/৫৩; *আল-ইসাবাহ*, ৪/৩৭৭, নং ৫৪৬৩।
[৮] *আত-তামহিদ ওয়াল বায়ান ফি মাকতাল আল-শাহিদ উসমান*, মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আল-আন্দুলুসি, পৃ. ১৯।
[৯] *আল-খিলাফা আল-রাশিদিয়া ওয়াল-দাওলাহ আল-উমাইয়া*, ড. ইয়াহইয়া আল-ইয়াহইয়া, পৃ. ৩৮৮।

১.১.১। তার কুনিয়াহ

জাহেলী যুগে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপনাম ছিল আবু আমর। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার গর্ভে একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। তখন থেকে মুসলমানগণ তাকে আবু আব্দুল্লাহ নামে ডাকা শুরু করেন।[১০]

১.১.২। তার উপাধিসমূহ

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যিন্নুরাইন (দুই নূরের অধিকারী) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। *সহীহ বুখারী* গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বদরুদ্দীন আল-আইনী বলেন,

> আল-মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কেন যিন্নুরাইন বলা হয়?' তিনি জবাবে বলেন, 'কারণ, তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো নবীর দুই মেয়েকে বিয়ে করেছেন কি না আমরা তা জানি না।'[১১]
>
> আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আবান আল-যূফী তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আমার পুত্র, তুমি কি জান কেন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যিন্নুরাইন বলা হয়?
>
> তিনি জবাব দিলেন, 'আমি জানি না।'
>
> তিনি বললেন, 'পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউই কোনো নবীর দুই মেয়েকে বিয়ে করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। এজন্য তাকে যিন্নুরাইন বলা হয়।[১২]

আরেক বর্ণনায় তাকে যিন্নুরাইন বলার কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রতি রাতে নামাযে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর এখানে কুরআন একটি নূর এবং কিয়ামুল-লাইল আরেকটি নূর।[১৩]

[১০] *আত-তামহিদ ওয়াল বায়ান ফি মাকতাল আল-শাহিদ উসমান*, পৃ. ১৯।
[১১] *উমদাতুল কারি শরাহ সহীহ আল-বুখারী*, ১৬/২০১।
[১২] *সুনান*, আল-বাইহাকি, ৭/৭৩।
[১৩] *উসমান ইবনে আফফান যুন-নুরাইন*, আব্বাস আল-আক্কাদ, পৃ. ৭৯।

১.১.৩। জন্ম

সহীহ বর্ণনামতে, আবরাহা কর্তৃক মক্কা আক্রমণের ছয় বছর পরে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] আরও বলা হয়, তায়েফে তার জন্ম হয়েছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন।[১৫]

১.১.৪। দৈহিক গড়ন

তিনি দেখতে বেশি লম্বা ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না। তার দেহাবয়ব ছিল সুডৌল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ত্বক, প্রশস্ত বক্ষ, সুবিন্যস্ত ঘন দীর্ঘ শ্মশ্রু, মাথায় ঘন চুল এবং তিনি পরিণত বয়সে কেশরাশিতে বাসন্তি রঙ-এর খেযাব ব্যবহার করতেন। আয-যুহরী বলেন,

> উসমান স্বাভাবিক উচ্চতার অধিকারী আকর্ষণীয় চুল ও চেহারার অধিকারী। তার চেহারায় বসন্তের কয়েকটি দাগ এবং পা-দুটো হাঁটুর নিচে একটু বাঁকানো[১৬], উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত বক্ষ এবং পশমে আবৃত দীর্ঘ বাহু ছিল। তার রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর ছিল বেশি দৃষ্টিনন্দন, কান পর্যন্ত কেশরাশি এবং মনোলোভা চেহারা। খুবসম্ভব তার ত্বক ছিল ফর্সা এবং এটাও বলা হয় যে, তিনি বাদামী বর্ণের ত্বকের অধিকারী ছিলেন।[১৭]

১.২। তার পরিবার

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মোট আটটি বিয়ে করেছিলেন। আর সবগুলো বিয়েই সংঘটিত হয়েছিল ইসলাম গ্রহণের পরে। তার স্ত্রীরা হলেন :

> ১। রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে। এ ঘরে একজন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান।

[১৪] *আল-ইসাবাহ*, ৪/৩৭৭, সং ৫৪৬৫।
[১৫] *উসমান ইবনে আফফান*, সাদিক আরজুন, পৃ. ৪৫।
[১৬] *তারিখ আত-তাবারি*, ৫/৪৪০।
[১৭] *সিফাত আল-সাফওয়াহ*, ১/২৯৫।